ভ্রমণভাবনা

সুগত মুখার্জি

কাব্যভাবনা ভাবুক অজ্ঞ লোকে, ততক্ষণ আমি বরং কয়েকটা কবিতা লিখে ফেলি– এরকম একটা লাইন লিখেছিলেন নবনীতা দেবসেন বেশ কয়েক বছর আগে। তেমনই বলাই যায়, ভ্রমণভাবনা ভাবুক অন্য কেউ, ততক্ষণ আমি বরং কয়েকটা ভ্রমণ সেরে নিই। এবং দু ক্ষেত্রেই, সত্যি সত্যি, একমত না হয়ে উপায় নেই।

ভ্রমণ কেন করব, কীভাবে করব সে সম্বন্ধে চমৎকার কিছু ভাবনার সন্ধান দিয়েছিলেন রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন–যে বইটিকে Responsible Tourism-এর গোড়ার কথা হিসেবে নিতেই পারি আমরা। সেই বইটির আট দশক পর এই দায়িত্বশীল ভ্রমণের পরিধি অনেকটা বেড়েছে। আঙ্গিকও বদলেছে নিশ্চয়ই খানিকটা। রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের সময় বা তার কিছুটা পরেও ভ্রমণ ছিল মূলত পরিযান এবং এই ভ্রমণ ছিল একান্তভাবেই ব্যক্তিগত, কোনো প্রাতিষ্ঠানিকতার দায় তার ছিল না।

এ দেশে Travel Boom-টা শুরু হয়, অন্য অনেক কিছুর মতোই, পাশ্চাত্য প্রভাবে। একটা বদল নিঃশব্দে ছেয়ে ফেলে আমাদের ভ্রমণভাবনাকে, পাল্টে যেতে থাকে আমাদের ভ্রমণছক। ভ্রমণ আস্তে আস্তে হয়ে উঠতে থাকে পর্যটন।

এ সবই আমাদের জানা কথা, শুধু ধরতাইটা দেওয়ার জন্য এতগুলো কথা বলা। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সমস্যাটা কোথায়? এটা তো সবার পক্ষেই ভালো কথা যদি পর্যটন আরও ছড়াতে থাকে, বিস্তৃত হতে থাকে তার পরিধি। এটা হয়ে উঠতেই পারে একটা সফল industry। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে প্রধান আয়ের পথ তো পর্যটনই।

ঠিকই, এই ভাবনায় কোনো ভুল নেই যে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটন এখন ভারতের কিছু আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

এই আয়ের প্রসঙ্গে এসেই একটু থমকাতে হচ্ছে আমাদের। অর্থনীতির বিশদ কচকচির মধ্যে না-গিয়েও একটু মেনে নেওয়া যায় যে পর্যটন আর বা Tourism Receipt বাবদ যে টাকাটা দেশের গ্রাস ন্যাশনাল ইনকাম -এ যুক্ত হবে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়–এই পর্যটন আয়ের distribution, অর্থাৎ এই টাকাটা শেষ পর্যন্ত কাদের হাতে পৌঁছচ্ছে। এটা সেই চিরকালীন 'গ্রোথ' আর 'ডেভলেপমেন্টের কাজিয়া। একটা কল্পিত উদাহরণ বিষয়টা নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে।

ধরা যাক একটি বিদেশি দল ভারতে এসেছেন কোনো একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এথনিক কালচারের স্বাদ নেওয়ার জন্য। আদিবাসী অধ্যুষিত সেই অঞ্চল থেকে সুবিধাজনক দূরত্বে রয়েছে একটি আধা শহর সেখানে পর্যটকদের সুবিধার্থে গড়ে উঠেছে কয়েকটি তারকাখচিত রিসর্ট, আশেপাশের পরিবেশের সঙ্গে হয়তো খানিকটা বেমানানভাবেই। এই শহরে কোনো এয়ারপোর্ট নেই। বিদেশি দলটি নামলেন এখান থেকে সুবিধাজনক দূরত্বের একটি বড়ো শহরের এয়ারপোর্টে। সেখানে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রাভেল এজেন্সির সুসজ্জিত Representative–যে এজেন্সির মাধ্যমে পুরো প্যাকেজটাই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে 'বুক' করেছেন বিদেশি দলটি। মহার্ঘ, বিলাসবহুল গাড়িতে দলটি পৌঁছলেন রিসর্টে। কয়েকদিনের অল -ইনক্লুসিভ প্যাকেজে ঘুরে বেড়ালেন সেই অঞ্চলে, ছবি-টবি তোলা হল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর। বেশ কিছু বিদেশি মুদ্রার হাতবদল হল। কিন্তু এই পর্যটন আয়ের বিকেন্দ্রীকরণ হল কি? এর কয়েক শতাংশ গেল সরকারি তহবিলে ট্যাক্স বাবদ, একটা বড়ো অংশ পেলেন রিসর্ট এবং ট্রোভেল এজেন্সি মালিক। খেয়াল করে দেখবেন, এর কোনোটিতেই সে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা তাদের জনপদ সেভাগে উপকৃত হলেন না। খুব সামান্য কয়েকজন অপ্রশিক্ষিত কর্মী হয়ত ছিটেফোঁটা পেলেন রিসর্টকর্মী হিসাবে। অথচ তাদের এলাকাকে বিপণন করেই তো গড়ে উঠেছে এই পর্যটন শিল্প! ওহ্ একটা কথা বলা হয়নি– প্রতি ছবি পিছু দশ টাকার লোভে হাটের দিনে বিকিকিনির বদলে একটা রোজগার হলেও ডেভেলপমেন্ট কিছু হল কি না, সেটা তর্কসাপেক্ষ। যেটা নিয়ে তর্ক সেই ভারী বস্তা মাথায় মহিলাকে দাঁড় করিয়ে তাঁর শীতের চাদর সরিয়ে দিয়ে authentic ethnic portrait সাহেবকে করিয়ে দিল ট্রাভেল এজেন্সির ছেলেটি, তাতে তার এবং ওই মহিলার অতিরিক্ত রোজগারে যে অপমান মিশে রইল– তা নিয়ে।

অথচ এর কোনোটাতেই সত্যি দোষের কিছু নেই– ট্রাভেল এজেন্সি, ট্রান্সপোর্টার, রিসর্ট মালিক প্রত্যেকেই ন্যায্য পথে ব্যবসা করছেন, কর দিচ্ছেন এবং পর্যটকও সময়ের দাম হিসাবে কিছু টাকা দিচ্ছেন তার ছবি subject–কে। শুধু যে জনগোষ্ঠীর বিচরনভূমি এবং সংস্কৃতি এই পর্যটনের মূল উপাদান –তার দাম দাঁড়াল একগোছা দশ টাকার নোট।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, পর্যটন শিল্পের এই একমুখিনতা শুধু আমাদের দেশে নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একই চিত্র দেখা যায়। আফ্রিকার মাসাই উপজাতিদের প্রাচীন যে নাচ তার নাচার রীতি ছিল শুধুমাত্র পূর্ণিমারাত্রে, বিনোদনের দুনিয়ায় তা আজকাল পরিবেশিত হয় দিনের আলোয়, ট্যুরিস্টের মনোরঞ্জনের খাতিরে। সাঁওতাল সমাজে একটি রীতি আছে– বিয়ের কাতে দুঃখের গান গাওয়া, যাতে আনন্দের চারপাশে একটা দুঃখের বেড়া দেওয়া থাকে। এই গভীর জীবনবোধ সঞ্জাত রীতিটির পণ্যায়ণ হতে দেখেছি শহুরে বাবুদের সপ্তাহান্তিক বিনোদনের উপকরণ হয়ে উঠতে।

এহ বাহ্য। অর্থনীতির পণ্ডিতদের মতে থাইল্যান্ডের পাটায়া একটি বিস্ময়– শুধুমাত্র পর্যটনকে কেন্দ্র করে একটা গরিব, প্রান্তিক এলাকা কীভাবে বদলে যেতে পারে এই সৈকত শহরটি নাকি তার এক দৃষ্টান্ত। পর্যটন মানে সেক্স ট্যুরিজম, যার দাপটে একটা গোটা এলাকার মেয়েরা চিহ্নিত হয়ে যায় affordable girlfriend for single males। শুধু পাটায়া কেন, ফিলিপিন্সের অ্যাঞ্জেলিস, ইকুয়েডর, পেরু, গাম্বিয়া, এমনকি রক্ষণশীল মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়ায় কম - বেশি নেওয়া হয়েছে এই সেক্স ট্যুরিজম মডেল। চমকে উঠবেন না, আমাদের গোয়া বা ভগবানের আপন দেশে কেরালার কিছু বিখ্যাত সৈকত শহর খুব পিছিয়ে নেই। কী বললেন একে? কোন্ ধরণের মানবসম্পদ বিকাশ এটা? হ্যাঁ, পয়সা উপার্জন যখন হচ্ছে, গ্রোথ তো নিশ্চয়ই। প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রোথটা ম্যালিগন্যান্ট নয়তো?

মুশকিল হচ্ছে, অন্য অনেক কিছুর মতই সরকারি ট্যুরিজম পলিসিটাও চিন্তাভাবনা শূন্য। এখানেও সেই Trickle - Down Theory –র জয়গান রেখে ঘুঁটিগুলো সাজানো হয়, প্রান্তিক মানুষগুলোর কথা আলাদ করে না ভাবলেও চলবে, কিছু সুযোগ সুবিধে নিশ্চয়ই চুঁইয়ে পড়বে ওদের দিকে– এই অবমূল্যায়ন থেকেই সমস্যাটা শুরু হয়। পর্যটন শিল্পের তিনটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পর্যটক, পর্যটন পেশাদার এবং স্থানীয় মানুষ এবং যে কোনো পর্যটন প্রক্রিয়ায় এই শেষ বিন্দুটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই শিল্পের একটা রূপরেখা গড়ে ওঠা অসম্ভব। সরকারি নীতিনির্ধারকরা কীভাবে local wisdom-কে অস্বীকার করেন তার একটা গল্প বলি। যদিও পর্যটনের সঙ্গে তার সরাসরি সম্পর্ক নেই কিন্তু ঘটনাটি ইঙ্গিতবাহী। আশির দশকের গোড়ায় গাড়োয়ালের ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সকে যখন জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়, এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় ওই উপত্যকায় পশুচারণ। কারন হিসেবে বলা হয়, এই cattle graging চলতে থাকলে ফুলের গাছগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। গচ্ছি অর্থাৎ মেষপালকদের delegation কে পত্রপাঠ হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। কয়েক বছর পর লক্ষ করা গেল যে ভেড়বকরির দল উপত্যকায় খেত শুধু আগাছা, সযত্নে এড়িয়ে যেত ফুলগাছ আর বর্ষার শুরুতে সেই আগাছাযুক্ত উপত্যাকায় ভরে যেত ফুলে। এই আগাছা বৃদ্ধির ফলে ফুলগাছ চাপা পড়ে থাকছে আগাছার নীচে। সরকার দ্রুত প্রত্যাহার করলেন ফরমান, কিন্তু ততদিনে বহু দুষ্পাপ্য প্রজাতির ফুল চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সুতরাং local wisdom-কে জড়িয়ে গেলে খুব মুশকিল। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমপরিমাণে অংশগ্রহণ পর্যটনের স্বার্থেই জরুরি। এই ক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট প্রতিবেশি দেশ ভুটানের পর্যটন নীতি, আমার অভিজ্ঞতায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিকচিহ্ন। ভূটানের low volume high value –নীতি যেমন একদিকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উপর বাইরের প্রভাব খুব একটা পড়তে দেয় না; অন্যদিকে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষজনের সক্রিয় অংশ গ্রহণে তৈরি হয়ে যায় একটা ডেভেলপমেন্টাল মেকানিজম। খুব ছোটো পরিসরে আমাদের উত্তরবঙ্গের কিছু অঞ্চলে এই ব্যাপারটার সার্থক রূপায়ন ঘটিয়েছেন কয়েকজন স্থানীয় উদ্যোগী। প্রান্তিক মানবসম্পদ নীতিনিষ্ঠ ভাবে ব্যবহার করছেন এবং এই participative managment-এর প্রভাব পড়ছে স্থানীয় জীবনযাত্রাতেও। এখানে কিন্তু high value tourism নয়, মধ্য আয়ের দেশীয় পর্যটক এবং ব্যাপকপ্যাকারের দলই এদের মূল লক্ষ্য। সুতরাং একটা জিনিস খুব পরিষ্কার কোনো একটি দেশের বা অঞ্চলের পর্যটন নীতি গড়ে উঠবে তার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আর সেই সংস্কৃতির কতটা ভিতরে সামিল করা হবে আগন্তুক পর্যটককে সেই সীমারেখাটাও চিনে নিতে হবে সবাইকেই।

এখানে এইবার যে অনিবার্য প্রশ্নটা উঠবে সেটা হল এই গোটা প্রক্রিয়াটা আমার অর্থাৎ বেচারা আগন্তুক পর্যটকের জায়গাটা কোথায়? আমার ভূমিকাটা কী? ওই যে দায়িত্বশীল পর্যটনের কথা প্রথমেই বলেছি। আপনি বলবেন, ফেরার পথে, কই, ছবি আর স্মৃতি ছাড়া কিছুই তো নিয়ে আসিনি, ফেলেও আসিনি কিছু রাস্তায় মিনারেল ওয়াটারের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট, চকলেট মোড়ক কিছু না! কি দায়িত্বশীল পর্যটন নয়? অবশ্যই হ্যাঁ, তবে সেখানেই দায়িত্বটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। Fair Trade in Tourism–নামে একাট শব্দবন্ধ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে পর্যটন দুনিয়ায়। পরিসংখ্যান বলছে, সারা পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যটক কোনো গন্তব্যে পৌঁছাবার আগে খোঁজখবর করেছেন যে তাঁদের ভ্রমণের ফলে সেখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন কিনা এবং এই পর্যটন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণটা কী পদ্ধতিতে ঘটছে। এখানে আর একটা সঙ্গত প্রশ্ন উঠবেই ছ-দিনের সফরে চারটে শহর দেখে ফেলতে হবে, তার মধ্যে এত খোঁজখবর করার সময় কোথায়? উত্তরে বলব, ছ-দিনের সফরে চারটে শহর দেখে ফেলতেই হবে এরকম মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? রাজস্থানের পাঁচটা শহরে বুড়ি ছোঁওয়ার বদলে যোধপুরের নীল রঙের গলিগুলোয় দিনকয়েক কাটান, সেখানে রোজ দুপুরে আপনার রুটিন হতেই পারে এক দাড়িওয়ালা বুড়োর সঙ্গে তার তিনশো বছরের পুরেনো দাওয়ায় বসে দাবা খেলা। আর তারপর বিশনইদের গ্রামে Homestay–তে থেকে তাদের জীবনযাপন কাছে থেকে দেখুন, গল্প শুনুন তাদের রোমহর্ষক Conservation-এর ইতিহাস। ফিরে এসে মনে হতেই পারে আপনার যে এতদিন ছিলেন পর্যটক, এবার নিজেকে ভ্রামণিক বলা যেতেও পারে।